ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের জগতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি শিক্ষিত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকেই তিনি লেখালেখি আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন গল্প-কবিতা লিখতেন। শুধু তাই নয় তিনি হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত ছোটোগল্প 'সীমাহীন এক নিমেষে'। এছাড়া তিনি একজন শৌখিন চিত্রশিল্পীও ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী আমরা কতগুলি গল্প (গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত) চারটি উপন্যাস ও চারটি নাটকের সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করেছি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনাধারার মধ্যে বিবিধ পার্থক্য আছে। তিনি একদিকে যেমন স্বদেশে বসবাস করেছেন তেমনি কর্মজীবনের সূত্রে বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছেন। আর এর ফলেই তিনি বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত লাভ করেছিলেন। তিনি চেয়েছেন কুসংস্কার মুক্ত একটি স্বাধীন মুসলমান সমাজ। তাইতো তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের চিত্রই অংকন করেছেন। তার সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি রচনা সমূহের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়েছে। দেশজ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আবহ ও সমস্যাকে অস্বীকার না করে দেশ কালের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বিস্তৃত পরিসরে আত্মপ্রকাশ করেছেন তিনি তাঁর সাহিত্যে। সমগ্র জীবনব্যাপী দুটি গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' ও 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থ, 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো', 'কদর্য এশীয়' উপন্যাস এবং চারটি নাটক 'বহিপীর', 'সুড়ঙ্গ', 'তরঙ্গভঙ্গ' এবং 'উজানে মৃত্যু' রচনা করেছেন। গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে সমগ্র বিষয়কে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলি হল : প্রথম অধ্যায় - 'স্রষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আবির্ভাব ও বিকাশ', দ্বিতীয় অধ্যায় - 'গল্প সমগ্র : জীবনের রূপ বৈচিত্র্য', তৃতীয় অধ্যায় - 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে সমকালের প্রতিফলন', চতুর্থ অধ্যায় - 'নাটক : বিশ্বাস ও বাস্তবের দ্বন্দ্বময় চিত্রায়ণ', পঞ্চম অধ্যায় - 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিক'।

প্রথম অধ্যায় : **'স্রষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আবির্ভাব ও বিকাশ'**। এখানে বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আবির্ভাবের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র মুসলমান সমাজ চিত্র তুলে ধরা। সেজন্য তাঁর রচনায় যে সমাজ জীবনের পরিচয় আমরা পাই তা আসলে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজেরই চিত্র। একজন সাহিত্যিকের রচনায় সমসাময়িক সময়কাল উপস্থিত থাকবে এটা স্বাভাবিক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষিত পরিবারের ভূমিকার কথাও তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এর পাশাপাশি স্বদেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরিচিতি লাভ তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ স্বদেশে শিক্ষা গ্রহণ করলেও যেহেতু কর্মসূত্রে বিদেশে অবস্থান করেছেন সেহেতু তিনি বিদেশি সাহিত্য পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে তিনি বিদেশের সাহিত্য দ্বারা যেমন পরিপুষ্ট হয়েছেন তেমনি বিদেশী সাহিত্যিকদের স্পর্শও তিনি পেয়েছেন। তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এগুলির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে।

আমার গবেষণা কর্মের দ্বিতীয় অধ্যায় **'গল্প সমগ্র : জীবনের রূপ বৈচিত্র্য'**তে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গ্রন্থবদ্ধ গল্প ছাড়াও অগ্রন্থিত গল্প আলোচনা করেছি। তাঁর গল্পে উপস্থিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা'র গল্পগুলোতে তিনি সমাজকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'দুইতীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে ব্যক্তিবর্গের অন্তর্জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি ক্রমশ বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বর্ণনায় চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি আলোচনা করেছি বিভিন্ন পেশার মানুষদের জীবনযাত্রা, তাঁর সমসাময়িক সময়কালের বিভিন্ন ঘটনা সমূহ কীভাবে তাঁর ব্যক্তিজীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় অধ্যায় : **'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে সমকালের প্রতিফলন'**এ আলোচনা করেছি তাঁর 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো', 'কদর্য এশীয়' উপন্যাস। সমকালীন বিভিন্ন বিষয় সংস্কার, পুঁজিবাদ, পুরুষতন্ত্র, আধিপত্য, শোষণ, ভন্ডামি ইত্যাদি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিষয়গুলি তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও এই উপন্যাসগুলিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আধুনিক মনষ্কতার পরিচয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বিদেশে বসবাসের ফলে তাঁর আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও, তিনি যে মননে পূর্ব বাংলার দরিদ্র মুসলমান সমাজকেই জায়গা দিয়েছেন তা আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ 'The Ugly Asian' নামক একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যেটির অনুবাদক শিবব্রত বর্মন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রাজনীতিমনস্কতার পরিচয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : **'নাটক : বিশ্বাস ও বাস্তবের দ্বন্দ্বময় চিত্রায়ণ'**। এই অধ্যায়ে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চারটি নাটকের উপর আলোকপাত করেছি। এই নাটকগুলি আধুনিকতায় পরিপুষ্ট। বিশ্বাস ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বে শেষপর্যন্ত মানুষের যে বাস্তবতার কাছেই পরাজয় স্বীকার করতে হয় তা আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে নারীর জাগরণের ইতিহাস, পীরের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ, বিপন্ন মানুষের অস্তিত্ব সংকট ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি সুনিপুন বিন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকগুলিতে।

আমার গবেষণা কর্মের পঞ্চম অধ্যায় **'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিক'**। স্বদেশী ও বিদেশী আবহাওয়া পরিপুষ্ট সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ স্বাতন্ত্র্যতার দাবি রাখেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনসমাজের চরিত্র অঙ্কন করলেও সেখানে রয়েছে আধুনিকতার ছাপ। তাঁর সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের পাশাপাশি চেতনাপ্রবাহরীতির সার্থক সংযোজন করেছেন। এখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যিক- শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, মুনীর চৌধুরী, সর্দার জয়েনউদ্দিন, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, প্রমূখ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের সবশেষে উপসংহারের মধ্যে দিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমগ্র রচনারীতির বিশিষ্টতার দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের ধারায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বতন্ত্র অবস্থানের দিকটি আলোচনা করা হয়েছে এখানে।